Global Protection Cluster

# কোভিড-১৯ অতিমারি সুরক্ষা কর্মকাণ্ডে নগদ ও ভাউচার সহযোগিতা

## এপ্রিল ২০২০, সময়ে সময়ে হালনাগাদযোগ্য

---

কোভিড-১৯ অতিমারি কালে প্রোটেকশন আউটকাম বা সুরক্ষা ফল নিশ্চিত করতে ক্যাশ অ্যান্ড ভাউচার অ্যাসিস্টেন্স (সিভিএ) বা নগদ ও ভাউচার সহযোগিতা সম্পর্কে এই নির্দেশিকা হয়েছে সুরক্ষার জন্য নগদ অর্থ প্রদান বিষয়ক জিপিএ টাস্ক টিমের সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তৈরি করা। সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সিভিএ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিভিএ ও সুরক্ষা ক্ষেত্রে যেসব সহকর্মী স্থানচ্যুত ও আশ্রয়দাতা খদ্দেরদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন, তাঁদের সহযোগিতার জন্য এটি একটি দ্রুত কার্যকর রেফারেন্স টুল হিসেবে কাজ করবে এমন উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় আছে: (১) সুরক্ষা খাতের অভ্যন্তরে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নগদ ও ভাউচার সহযোগিতা এবং (২) সুরক্ষা খাতের অভ্যন্তরে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সিভিএর নিরাপদ বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই দলিলটি সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে এবং এর লক্ষ্য থাকবে সময়ের ব্যবধানের এর পরিধি বিস্তৃত করা। এটি পড়তে হবে সকল গ্লোবাল প্রোটেকশন ক্লাস্টার কোভিড-১৯ গাইডেন্সের পাশাপাশি (Global Protection Cluster COVID-19 guidance), যাতে অন্তর্ভুক্ত জিপিসির কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রোটেকশন প্রোগ্রামিং গাইডেন্স (Protection Programming Guidance ) এবং নগদ অর্থ প্রদানভিত্তিক পদক্ষেপে সুরক্ষা (Protection in Cash-Based Interventions ) সম্পর্কে বিদ্যমান সাধারণ দিক-নির্দেশনা।

---

***সুরক্ষার জন্য নগদ অর্থ বা ক্যাশ ফর প্রোটেকশন একটি পরিভাষা; সুরক্ষা কর্মকাণ্ডের সুফল অর্জনে সহায়তার জন্য নগদ অর্থ ও ভাউচারের মাধ্যমে সহায়তা কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।***

## কোভিড-১৯ ও সুরক্ষার জন্য সিভিএ কর্মসূচির মূল বিবেচনাসমূহ

### সুরক্ষা কর্মকাণ্ডের সুফল অর্জনে সহায়তার ক্ষেত্রে সিভিএ যেভাবে সফল হতে পারে:

- অন্যান্য জরুরি সহযোগিতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও দ্রুত গতিতে সহযোগিতার চাহিদাসম্পন্ন লোকজনের কাছে কার্যকরভাবে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া।
- যেসব ব্যক্তি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সহিংসতার ঘটনা প্রকাশ করেছেন এবং সুরক্ষা ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের সেরে উঠতে জরুরি সেবাসহ সহযোগিতা করা।
- যেসব পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন আছেন বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন; অথবা জীবিকা এবং/অথবা আয়-রোজগারের কাজ হারিয়েছেন, এবং এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে (যেমন শিশু শ্রম, বৈষয়িক সুবিধার জন্য দেহদান ইত্যাদি) পড়ার উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিতে আছেন, অথবা যাঁদের বসবাসের স্থান থেকে বিতাড়িত/উচ্ছেদ হওয়ার ঝুঁকি বা হুমকি বেড়ে গেছে, তাঁদের সহায়তা করা।
- চলমান কোভিড-১৯ সংকটের কারণে চলাচল সীমিত হয়ে পড়াসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে বাসার ভেতরে সহিংসতার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া মোকাবিলার পদক্ষেপকে সহায়তা দেওয়া।
- পারিবারিক বিচ্ছেদের কারণে শিশুসহ অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরকে যেসব পরিবার আশ্রয় দিচ্ছে, তাদের সহযোগিতা করা।
- সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ও সহায়তা ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করা—প্রান্তিক ব্যক্তিদের সহিংসতার মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি কমানোর উপায় অবলম্বনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোর সদস্যদের মধ্যে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে শিশুরা সেবাদানকারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আছে) যোগাযোগের সুযোগ প্রাপ্তি (যেমন, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি কেনা বা ফোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার ব্যবস্থা করতে সিভিএ নিশ্চিত করা), এবং সুরক্ষা কর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মতো মানবিক সাহায্যের সম্মুখ সারির কর্মীদের সহযোগিতা করা।

- মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের অনুশীলন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে কোভিড-১৯ সংকটের দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর কোনো ক্ষতি না হয়, বরং তাদের আরও ভালো থাকার ব্যবস্থা করতে বয়স, লিঙ্গ ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে কেউ আগের মতো বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে এই সম্পর্কিত সেবা কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করা।

**কোভিড-১৯ মোকাবিলা কর্মকাণ্ডের আওতায় সুরক্ষার জন্য সিভিএর বৈশিষ্ট্যগুলো হবে এ রকম:**

- এর পরিকল্পনা হবে কোভিড-১৯ সংকটকালে সুনির্দিষ্টভাবে সিভিএ সংক্রান্ত সুরক্ষার ঝুঁকি ও সুযোগ-সুবিধাগুলোর ব্যাপক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে (robust analysis of CVA-specific protection risks and benefits) কোভিড-১৯ অতিমারি দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা-চাহিদাগুলো কী, তাঁদের কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা তাঁরা নিজেরই চিহ্নিত করবেন, এবং তার ওপর ভিত্তিই এই বিশ্লেষণ তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে আলাপ-পরামর্শের সময় পাবলিক হেলথ গাইডলাইন্সে বিদ্যমান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; যেখানে দূর থেকে পরামর্শ সারা সম্ভব, সেখানে তাই করতে হবে।
- সুরক্ষার জন্য সিভিএর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আগে থেকে বিদ্যমান ঝুঁকি ও অধিকার লংঘনের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া একান্ত জরুরি, যেমন বুঝে নেওয়া জরুরি কোভিড-১৯ সংকট থেকে সৃষ্টি হওয়া বা বেড়ে যাওয়া ঝুঁকি বা অধিকার লংঘনের বিষয়গুলোও (যেমন, এই সংকটময় পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন, শিশুদের শোষণ, যৌন শোষণ ও যৌন সহিংসতা) এগুলোর মধ্যে রয়েছে এই রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সুরক্ষা ঝুঁকি এবং এই রোগের বিস্তার থামানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত (বা অগৃহীত) পদক্ষেপগুলো থেকে সৃষ্টি হওয়া ঝুঁকি।
- পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট, ক্ষমতা, লিঙ্গ এবং পরিচয়ের নানা পরস্পরযুক্ত দিক (বয়স, যৌন রুচি, সামর্থ্য, জাতিগত, ভাষাগত, বা আদিবাসী অতীত, ইত্যাদি) থেকে কীভাবে প্রান্তিকীকরণ, বৈষম্য, নির্যাতন, কোনো সুযোগ-সুবিধা থেকে বাদ পড়া, এবং নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, এবং সিভিএ কীভাবে এসব সুরক্ষা সমস্যা লাঘব করতে বা বাড়াতে পারে তা সম্পর্কে জোরালো বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রদর্শন। কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে এইসব ঝুঁকি ও সহিংসতার ঘটনা বেড়ে যাবে এবং সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। এই বিশ্লেষণ শুধু সাধারণভাবে "ঝুঁকির মুখোমুখি" জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তারও বাইরে যেতে হবে।
- এটি এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সেবা ও সহায়তা পাওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলো হ্রাস পায় এবং এই রোগের সংক্রমণের বিস্তার থামাতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংস্পর্শ যতটা সম্ভব কম হয়। সংক্রমণ বিস্তারের সম্ভাবনা দূর করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দূর থেকে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা ব্যবস্থাপনার কাজে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ ও অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা।
- সুরক্ষা সমস্যাগুলো সমাধানে সহায়তার জন্য সিভিএর রেফারেল এবং সহায়তা প্রত্যাশীদের স্থানান্তর নিশ্চিত করতে এবং সহায়তা গ্রহণকারীরা যেন আরও ক্ষতির সম্মুখীন না হন তা নিশ্চিত করতে সতর্কতার সঙ্গে নজরদারি করা। কর্মসূচির নজরদারি প্রক্রিয়া এবং বিতরণ-পরবর্তী নজরদারি বা পোস্ট-ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং (পিডিএম) বা অনুরূপ ব্যবস্থায় চিহ্নিত সুরক্ষা সুবিধাগুলোর সঙ্গেই থাকবে নজরদারির ব্যবস্থা।

## মূল পদক্ষেপসমূহ: সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রগুলোতে সুরক্ষা ব্যবস্থার সফলতা অর্জনে অবদান রাখতে সিভিএ ব্যবহার করা।

- যে সব ব্যক্তির সুরক্ষা প্রয়োজন, তাদের চিহ্নিত করতে বহুমুখী মাধ্যম ব্যবহার করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুরক্ষা সমস্যা ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মী, WASH কর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে রেফারেল ব্যবস্থা, বিদ্যমান কম্যুনিটি আউটরিচ নেটওয়ার্ক, হটলাইন এবং ডিসএইবল পারসন্স অর্গানাইজেশনস (DPO) বা প্রতিবন্ধীদের সঙগঠনগুলোর মাধ্যমে রেফারেল।
- ইতিবাচক অর্জনের লক্ষ্যে সিভিএর পরিকল্পনা সর্বদা হতে হবে বৃহত্তর সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট সীমার একটি অংশ হিসেবে; যেমন সিভিএর কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কেস ম্যানেজমেন্ট, তবে তা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
- কোভিড-১৯ সংকট চলাকালে পরিবর্তনশীল ক্ষতির সম্ভাবনা ও সুরক্ষা ঝুঁকিসমূহের ওপর ভিত্তি করে ক্ষতির সম্ভাবনার মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সুরক্ষা সুবিধা সৃষ্টিতে সিভিএ সহায়ক হবে কি না তা বিবেচনা করা এবং ঝুঁকি ও নগদ অর্থ, ভাউচার ইত্যাদি সহায়তা-সুবিধার মধ্যে তুলনা করে দেখা এবং কোনো বৈষয়িক হস্তক্ষেপ না করা, অর্থাৎ অ্যাডভোকেসি ও সেবা প্রদানের মধ্যেই সহায়তা কার্যক্রম সীমিত রাখা। দূরবর্তী কোনো জায়গার ক্ষেত্রে ফোনের মাধ্যমে (যদি নেটওয়ার্ক থাকে) কোনো ব্যক্তিকে কীভাবে কার্যকর সহায়তা দেওয়া যায়

সে বিষয়ে চিন্তা করা এবং সিভিএ রেফারেলের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা; অন্যথায় যথাযথ বায়ুচলাচলের ব্যবস্থাসম্পন্ন কোনো ভবনে কিংবা প্রয়োজনে বাইরের কোনো নিরাপদ ও গোপনীয় স্থানে মূল্যায়ন পরিচালনা করা।

- যেখানে সিভিএ যথাযথ বলে মনে করা হবে, সেখানে কোভিড-১৯ মোকাবিলার সময়জুড়ে সুরক্ষার জন্য সিভিএ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে, অথবা অন্য যে কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে 'সকলের জন্য সমান' অঙ্ক, পরিমান, মেয়াদ, ফিকোয়েন্সি নির্ধারণ নয়; সহায়তা দিতে হবে এমনভাবে যাতে তা সহায়তাপ্রত্যাশী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করা যায় সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সিভিএ কর্মীদের বিদ্যমান ও যৌথ দিক-নির্দেশনার অনুসারে।
- সিভিএ প্রদান করতে হবে এমনভাবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সিভিএ গ্রহণ ও তা ব্যবহারের জন্য বাসার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন কমে যায়; বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের ব্যক্তিদের সিভিএ সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য দূরে যাতায়াত করতে হলে তাঁদের রোগাক্রান্ত হওয়ার ও মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়বে। সারভাইভার-কেন্দ্রিক উদ্যোগের অনুসরণে ঘরে ঘরে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া নাম-পরিচয় এবং অন্যান্য গোপনীয়তা বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে সম্ভব সেখানে মোবাইল মানির মতো সহায়তা প্রদান কৌশল ব্যবহার করা উচিত, যাতে সশরীরে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- সিভিএ বিতরণের সময় ও স্থান নির্ধারণের সময় সহায়তা-প্রত্যাশীদের লিঙ্গের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া (যেমন, নারী ও কিশোরীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সামর্থ্য-সুযোগ, বাজারে অভিগম্যতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, দিনের যে সময়টাতে তাঁরা পরিবারের সেবাযত্নের কাজে ব্যস্ত থাকেন, কারফিউ, ইত্যাদি)।
- সুরক্ষার জন্য সিভিএ ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন। সে জন্য অর্থায়নের প্রস্তাব ও লোকবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই দুটি ক্ষেত্র সক্রিয়ভাবে সিভিএ সংযুক্ত করা।
- গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের প্রশিক্ষণের জন্য সময় ও অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা (দূর থেকে সক্ষমতা সৃষ্টি, দূর থেকে তত্ত্বাবধান, প্রযুক্তির ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া)।
- তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সিভিএর জন্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাবলি উল্লেখ করার সময় তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান বিষয়ে বিদ্যমান নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা।
- তথ্য বিতরণের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন তা সর্বজনীন পরিকল্পনা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এবং বহু বিচিত্র মাধ্যমে যতটা সম্ভব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, এবং সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের পক্ষে সিভিএ কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য পেতে সমস্যা হতে পারে এবং সেই কারণে তাঁদের এই কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।
- কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সামাজিক উত্তেজনা বেড়ে যেতে পারে; এই ঝুঁকি কমানোর জন্য সংঘাত-সংবেদনশীল পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

## এরিয়াজ অব রেসপনসিবিলিটি (এওআর) বা দায়িত্বক্ষেত্র বিষয়ক পরামর্শ

**জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স (জিবিভি) বা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা:**

- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় সিভিএ কীভাবে সহায়ক হতে পারে তা চিহ্নিত করতে যোগ্যতাসম্পন্ন জিবিভি কর্মীরা প্রত্যেকটি সহিংসতার ঘটনা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন; সারভাইভরদের চাহিদা ও ঝুঁকির বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন/নিরূপন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে গোপনীয় সিভিএ রেফারেলের ব্যবস্থা করবেন।
- জিবিভি মোকাবিলার কাজে (যেমন, কেস ম্যানেজমেন্ট, মানসম্পন্ন সেবা প্রদান, আচরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, নীতি প্রণয়ন ও অ্যাডভোকেসি) সহযোগিতা করতে পরিস্থিতি-নির্ধারিত সেবাসমূহের অংশ হিসেবে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার (যথা আইপি, বাসার ভিতরে সহিংসতা, অপরিণত বয়সে বিয়ে, এসইএ, ইত্যাদি) ব্যক্তিদের সিভিএ প্রদান।
- প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সিভিএ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কৌশল নির্ধারণের জন্য জিবিভি বিশেষজ্ঞ ও সিভিএ কর্মীদের মধ্যে সিভিএ রেফারেল বন্ধ করার ক্ষেত্রে কাজের সমন্বয় সাধন;
- একটি সেবা ও সহযোগিতা প্যাকেজের আওতায় জিবিভি মোকাবিলার জন্য সিভিএ কর্মকাণ্ড সতর্কতার সঙ্গে নজরদারি করা। ফলাফল নজরদারির ক্ষেত্রে যেসব ফলাফলের দিকে মূল গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো: লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস (অর্থাৎ আইপিভি হ্রাস); টিকে থাকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন হ্রাস (অর্থাৎ টিকে থাকার পন্থা হিসেবে যৌন কর্ম হ্রাস অথবা আগের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন); অথবা বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রাপ্তি (যেমন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকতর সুযোগ),যা যা কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। গুরুত্বপূর্ণ

ফলাফলগুলো (যেমন এখানে উল্লেখিত প্রথম দুটি) শুধু নির্দিষ্ট ঘটনার কাজের সঙ্গে সম্পর্কে কর্মীরা অথবা জিবিভি বিশেষজ্ঞরা মনিটর করবেন।

- জিবিভি মোকাবিলা সংক্রান্ত সেবা সম্পর্কে বার্তা প্রচার করতে হবে শুধুমাত্র সেইসব স্থানে, যেখানে জিবিভি মোকাবিলা সংক্রান্ত সেবার ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে; বার্তা প্রচার/পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে জিবিভি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে। জিভিসি মোকাবিলা কর্মকাণ্ড, এবং নিরাপদ ও সহজলভ্য সহায়তা সম্পর্কে ফিডব্যাক সম্পর্কে তথ্য প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু হতে পারে সিভিএ এবং জীবিকা সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়ন।

*উপরে উল্লেখিত পরামর্শগুলো নেওয়া হয়েছে এই দুটি উৎস থেকে:* *The Cash and GBV Compendium* এবং *GPC-IASC Identifying & Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response Tip Sheet*. আরও দেখুন: জিপিসির Gender-Based Violence And Cash-Based Interventions Tip-Sheet

**শিশু সুরক্ষা (চাইল্ড প্রোটেকশন বা সিপি):**

- এটা নিশ্চিত করা যে শিশু সুরক্ষার জন্য পরিচালিত সিভিএ কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে থাকবেন যোগ্যতাসম্পন্ন সিপি স্টাফ বা শিশু সুরক্ষা কর্মীরা ( অর্থাৎ কেসওয়ার্কার) এবং শিশু সুরক্ষার সমস্যাগুলো মোকাবিলার ক্ষেত্রে সিভিএ কীভাবে কতটা সহায়ক হতে পারে তা নির্ণয়ের জন্য তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিটি ঘটনার মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি শিশু ও প্রতিটি পরিবারের শিশু সুরক্ষার চাহিদা ও ঝুঁকির দিকগুলো নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।
- শিশু রয়েছে এমন যেসব পরিবার কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে আয়-রোজগারের সুযোগ হারিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের টিকে থাকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পন্থার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সিভিএ এবং এনএফআই সহায়তা প্রদান করা।
- কোভিড-১৯ সংকটকালে সিপি কেস ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস (প্রকাশিতব্য) এবং সংস্থা-ভিত্তিক দিকনির্দেশনার অনুসরণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিপি কেসগুলো নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে গোপনীয়তার সঙ্গে সিভিএ রেফারেলের কাছে রেফার করা।
- কোভিড-১৯ সংকটকালে যেহেতু নানা পরিস্থিতিতে শিশু সুরক্ষার সমস্যার ক্ষেত্রে নানা রকমের প্রবণতা দেখা দেবে, সেহেতু পরিস্থিতি-ভিত্তিক সিপি প্রবণতাগুলো নিয়মিতভাবে মনিটর করে যেতে হবে; নতুন নতুন ভৌগলিক এলাকা চিহ্নিত করা কিংবা ইতিমধ্যে বিদ্যমান টার্গেটেড বা ব্ল্যাংকেট ক্যাশ ট্রান্সফার বা নগদ অর্থ হস্তান্তরের মানদণ্ড নির্ধারণের কাজে সিভিএ কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।
- সেবা ও সহায়তার বৃহত্তর প্যাকেজের আওতায় শিশু সুরক্ষা কর্মকাণ্ডের সুফল পেতে সিভিএ রেফারেলগুলো সযত্নে মনিটর করা। ফলাফল মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে মূল মনোযোগ থাকবে শিশু সুরক্ষা বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস ( যেমন, শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন ইত্যাদি হ্রাস)।

কোভিড-১৯ অতিমারির জন্য আরও যেসব সিপি-সংক্রান্ত রিসোর্স গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো পাওয়া যাবে সিপি অ্যালায়েন্স পেজ থেকে; লিংক : Protection of Children during the COVID-19 pandemic. আরও পরামর্শের জন্য দেখুন: জিপিসির Child Protection and Cash-Based Interventions Tip-Sheet for more tips.

**আবাসন, ভূমি ও সম্পদ (হাউজিং, ল্যান্ড অ্যান্ড প্রপার্টি বা এইচএলপি):**

- তাৎক্ষণিকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য উচ্ছেদ ঠেকাতে বিনা শর্তে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান। উচ্ছেদ হলে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এবং অন্যান্য পরিবার, ও কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যাবে ও ত্বরান্বিত হবে।
- পরিবারগুলো বিল পরিশোধ করতে না পারায় তাদের ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো কেটে দেওয়া হতে পারে; সেটা ঠেকাতে সিভিএ প্রদান করা।
- পরিবারগুলোর পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা করার অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের সিভিএ প্রদান করা, যেন তারা তাদের আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় সার্ভিস, নির্মাণ সামগ্রী, ফ্যাসিলিটিজ, অবকাঠামো ইত্যাদি দ্রুত পেতে পারে।
- ভাড়াটেদের সিভিএ প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ এবং অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের পাশাপাশি আইনি সহায়তাও নিশ্চিত

করতে হবে। এসবের লক্ষ্য হবে বাড়িওয়ালা ও সরকারি সংস্থাগুলো যেন উচ্ছেদ করতে এবং ইউটিলিট সাভিসগুলো কেটে দিতে না পারে।

- যখন উচ্ছেদ ঠেকানো সম্ভব হবে না, তখন শেষ উপায় হিসেবে উচ্ছেদকৃত লোকদের অন্যত্র স্থানান্তর করা, অন্যথায় ওইসব বাড়িতে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের যথেষ্ট ঝুঁকি সৃষ্টি হবে; সে জন্য নতুন আবাসনের ব্যবস্থা করতে আর্থিক সহায়তা ও জরুরি আপদকালীন পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।
- সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ এবং কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুর কারণে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ এবং আইনি সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাবে, এটা ধরে নিতে হবে।

এসব পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে *HLP in COVID - Global HLP AOR (Working Document)* এবং *GPC HLP and CBI Tip Sheet* থেকে।

## মূল করণীয়: যেখানে সুরক্ষার জন্য সিভিএ পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা এবং সেসব ঝুঁকি লাঘব করা।

অন্যান্য ধরনের সহায়তার (যেমন, নগদ অর্থ প্রদান ছাড়া অন্যান্য) চেয়ে সিভিএ স্বভাবগতভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সিভিএ চালু করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ঝুঁকিগুলো পরিস্থিতি, বয়স, লিঙ্গ ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। যে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করা, সেগুলো লাঘব করা এবং ধারণাকৃত ঝুঁকিগুলো এবং ঝুঁকি লাঘবের প্রক্রিয়াগুলো মনিটর করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে করে সিভিএর মাধ্যমে যেসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করা হবে, তাঁরা কোনো রকমের ক্ষতির মুখে না পড়েন।

ঝুঁকি কমানো এবং উপকার বাড়ানোর লক্ষ্যে করণীয়:

- মূল্যায়ন, টার্গেট করা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, নজরদারি ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গ ও পরিচয় বিবেচনায় রাখতে হবে।
- সিভিএ কর্মকাণ্ড থেকে ব্যক্তি, পরিবার ও কমিউনিটির জন্য সুরক্ষা ঝুঁকি সৃষ্টি হবে কি না বা বিদ্যমান ঝুঁকি বাড়বে কি না এবং তারা উপকৃত হবে কি না; এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, কমিউনিটি, মানবিক সাহায্য সংস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের (সরকার) দ্বারা এবং/কিংবা সংযুক্ত কর্মসূচির কর্মকাণ্ডের দ্বারা সেইসব ঝুঁকি কী মাত্রায় লাঘব করা যেতে পারে—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নেওয়া।
- ঝুঁকি ও সহায়তার মধ্যে তুলনা করে দেখা; সহায়তার ধরনগুলো হবে নগদ অর্থ, ভাউচার, অর্থ ছাড়া অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী এবং কোনো বৈষয়িক হস্তক্ষেপ নয়; অর্থাৎ অ্যাডভোকেসি ও সেবার মধ্যেই সহায়তা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা।
- যেখানে সিভিএ নিয়ে অগ্রসর হওয়া অর্থবহ হবে, সেখানে ঝুঁকি লাঘবের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, কী ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে সে বিষয়ে সকল বিকল্প খোলা রাখা (সিভিএ এবং/অথবা ত্রাণসামগ্রী), এবং সহায়তা প্রদানের পদ্ধতিগুলো উন্মুক্ত রাখা (যেমন মোবাইল মানি, হাতে হাতে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া। এসবের উদ্দেশ্য হবে শুধু সরবরাহ ব্যবস্থা/মূল্যস্ফীতি/ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো লাঘব করাই নয়, বরং এসব ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের অগ্রাধিকারও বিবেচনায় রাখতে হবে, যা কোভিড-১৯ সংকট চলাকালে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।
- নগদ অর্থ প্রদান ও সুরক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত সহকর্মীরা মিলিতভাবে কাজ করবেন, এবং পারস্পারিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও পরিপূরক বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যবহার করতে, বিশেষত মূল্যায়ন, পরিকল্পনা ও নজরদারির সময়ে, স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মী গ্রুপগুলোর মাধ্যমে কাজ করবেন। কর্মসূচির পুরোটা সময় জুড়ে সুরক্ষা বিষয়ে ন্যূনতম প্রশ্নাবলি তাঁদের কাজের অন্তভুক্ত থাকবে।
- প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসাসেবা, যৌন নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ এবং শিশুদের নিরাপত্তা সুরক্ষা বিষয়ে সিভিএর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া; সুরক্ষা মানসিক সেবা সংক্রান্ত রেফারেল ব্যবস্থাও তাঁদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- সিভিএ কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য প্রদানের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া। যে কোনো তথ্য প্রচার করতে হবে সর্বজনীন পরিকল্পনা নীতির অনুসরণে; একাধিক মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, এবং সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের পক্ষে সিভিএ কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য পেতে সমস্যা হতে পারে এবং সেই কারণে তাঁদের এই কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।
- একটি জবাবদিহি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যা শুধু সিভিএর আংশিক কর্মসূচিগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; তাতে বহু মাধ্যমে অভিযোগ ও ফিডব্যাক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

- কর্মসূচির পুরোটা সময় জুড়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা; সরকার/বেসরকারি খাতের লোকজনের কাছে সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা কর্মসূচির পুরো সময় জুড়ে তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করে চলা।

*আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সম্পর্কে জানতে দেখুন: ERC Tips for Protection in Cash-Based Interventions এবং GPC-IASC Identifying & Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response Tip Sheet.*

---

উপরে সংযুক্ত লিংকগুলোর সঙ্গে এখানে আরও কিছু সহায়ক লিংক দেওয়া হলো:

## সিবিআই এবং সুরক্ষা দিক-নির্দেশনা ও টুলস

- Guide for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR
- Tips for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR
- Key Recommendations for Protection in Cash-based Interventions. also available in: FR
- Child Safeguarding in Cash Transfer Programming
- Sphere Standards for COVID-19 Responses
- CaLP-এর Programme Quality Toolbox
- CaLP-এর thematic web page on CVA within the protection sector
- CaLP-এর live CVA and COVID-19 guidance পাওয়া যাবে আরবি, ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায়
- Compilation of CVA and COVID-19 Key Resources from the Cash Learning Partnership (CaLP)
- CaLP-এর thematic webpage on gender and inclusion
- The Cash and GBV Compendium (এই লিংকের ভাষাগুলোর মধ্যে আছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও আরবি।)
- ক্যাশ অ্যান্ড জিবিভি কমপেনডিয়াম প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও আরবি ভাষায়। (English, French, Spanish, Arabic)
- WRC-IRC-Mercy Corps' Cash and GBV Toolkit (পাওয়া যাবে ফরাসি, আরবি ও স্প্যানিশ ভাষাতেও)
- GPC Mine Action And Cash-Based Interventions Tip-Sheet
- আইআরসির সিভিএ রিসোর্স – কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অভিযোজন ও সাড়াপ্রদান: অভিযোজন নির্দেশনা, বন্টন বিষয়ক নির্দেশনা; ও সাড়াপ্রদান বিষয়ক নির্দেশনা;
- কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতিতে নগদ অর্থ হস্তান্তর বিষয়ে ডব্লিউএফপির নির্দেশনা

---